সমাজকল্যাণ বার্তা

সমাজসেবা অধিদফতরের মাসিক মুখপত্র

রেজি নং : ৭৩/৭৬ বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ জুলাই ২০১৫

জাতীয় সমাজসেবা দিবসে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতীয় সমাজসেবা দিবস

আশ্রয়হীন শিশুদের ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে চাই : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আমরা চাই না কোনো শিশু আশ্রয়হীনভাবে রাস্তায় থাকুক, অথবা কোনো ব্যক্তি ফুটপাতে বাস করুক। আমরা প্রত্যেকের মৌলিক চাহিদা পূরণে একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে চাই।

গত ৩ জানুয়ারি রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০১৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিন এবং সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. মোজাম্মেল হোসেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'সরকার অতি দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, বিধবা ও আশ্রয়হীনদের কল্যাণে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এসব কার্যক্রম দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক অবদান রাখছে।' তিনি আরও বলেন, 'এখন আমরা যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছি তা সুবিধাভোগীদের আরও দ্রুত ও ইতিবাচক সেবা নিশ্চিত করবে। আগামী চার বছরের মধ্যে দারিদ্র্য হার কমে ১৪ শতাংশে দাঁড়াবে।'

বিকেলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলী সমাজসেবা সপ্তাহ উপলক্ষে সমাজসেবা ভবন চত্বরে আয়োজিত মেলা এবং রক্তদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'সমাজসেবার দিন বদলে, এগিয়ে যাব সমান তালে'। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি। এ ছাড়া আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন সমাজসেবা অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, পরিচালকবৃন্দ, অধিদফতরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, প্রাক্তন কর্মকর্তাবৃন্দ, সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসী ও শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের সমন্বয় পরিষদের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ।

সমাজসেবা সপ্তাহ উপলক্ষে পেশাজীবী ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মীদের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। সমাজসেবা অধিদফতরের মিলনায়তনে চলে ৩ থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত আলোচনা অনুষ্ঠান ও মেলা। এ উপলক্ষে সমাজসেবা ভবন চত্বরে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ সেলের তত্ত্বাবধানে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন, বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমে শ্রেষ্ঠসমাজকর্মী ও কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলধারী নিবাসীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সপ্তাহব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ছিল সমাজসেবা অধিদফতরের প্রতিষ্ঠা, সমাজ উন্নয়ন ও কল্যাণে এর ভূমিকা, দুস্থ রোগীদের কল্যাণে হাসপাতাল সমাজসেবা ও শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, দেশের উন্নয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ, দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গঠন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ।

এসব আলোচনা অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাছিমা বেগম এনডিসি, ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস এনডিসি, সাবেক সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, উপাচার্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং রূপন কান্তি শীল, অতিরিক্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। নির্ধারিত আলোচনা অনুষ্ঠানের পর প্রতিদিনই ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অন্য পাতায়

আমাদের কথা ২
প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি ২
পরিচিতি ৩
সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর সঙ্গে নেপালের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাত ৪
স্বর্ণপদক পেলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ৫
টঙ্গীতে ভাতা বিতরণ ৫
সাফল্যগাথা ৫
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই ৬
শিশুদের পাশে সিএসপিবি ৬
জীপ গাড়ি পেলেন উপপরিচালকেরা ৭
সরকারি শিশু পরিবার পরিদর্শন ৭
৮ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ৮

আমাদের কথা

সাময়িক বিরতির পর সমাজসেবা অধিদফতরের মুখপত্র মাসিক 'সমাজকল্যাণ বার্তা' প্রকাশিত হচ্ছে ভিন্ন আঙ্গিকে, পরিচ্ছন্ন অবয়বে। এ পত্রিকাটি সারাদেশে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত অধিদফতরের বহুমুখী কার্যক্রমের প্রচারণায় ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত সেবামূলক কাজ সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবে।

সমাজসেবা অধিদফতর সমাজের অসহায়, দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, শিশু, নারী, বৃদ্ধ, এতিম, প্রতিবন্ধী, ভবঘুরে এবং নিরাশ্রয় মানুষের একটি আস্থার ঠিকানা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ অধিদফতর এসব পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা 'সমাজকল্যাণ বার্তা'র মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রমের খবর জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চাই।

আমাদের অভিপ্রায়ে, পত্রিকাটির লেখায়, সংবাদে, চিত্রে ও সাফল্যগাথায় সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনচিত্রের মানবীয় উপস্থাপনের মাধ্যমে এ প্রকাশনা সকলের কাছে পৌঁছে দেবে মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতার অনিঃশেষ বার্তা। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও সহযোগিতায় 'সমাজকল্যাণ বার্তা'র প্রকাশনা অব্যাহত থাকবে এ প্রত্যাশায় সকল পাঠক ও সহকর্মীকে জানাই আকাশছোঁয়া শুভেচ্ছা।

গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর

প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে নবদিগন্ত

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দারিদ্র্য নিরসন ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন তাদের উপযোগী চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পরিবার/ব্যক্তির সংখ্যা নির্ধারণ, দেশে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ছবিসহ তথ্য সম্বলিত database প্রস্তুত করে এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সকল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ব্যবহার উপযোগীকরণ, সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পে সঠিকভাবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যভুক্ত করা ও লক্ষ্যভুক্তির কৌশল সহজতর করা এবং প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী 'প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি' গ্রহণ করা হয়।

দেশব্যাপী প্রসারের পূর্বে পদ্ধতিগত কার্যকারিতা নির্ভুল করার লক্ষ্যে পাইলটভিত্তিতে এ জরিপ কাজ মে ২০১২ -তে শুরু হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে পাইলটভিত্তিতে জরিপ পরিচালিত উপজেলা ব্যতীত দেশের অবশিষ্ট এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে জরিপ পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। জরিপ কাজ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে জাতীয় কর্মশালা, বিভাগীয় ও উপজেলা পর্যায়ে অবহিতকরণ সভা, তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার, ডাক্তার ও কনসালটান্ট এবং সফটওয়্যারসহ মোট ৬৭৯ টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বমোট ৮৫,৪৪১ জনকে প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণের আওতায় আনা হয়। গত ১ জুন ২০১৩ থেকে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। গত ১৪ নভেম্বর ২০১৩ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত ডাক্তার এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের কনসালট্যান্ট কর্তৃক জরিপের আওতাভুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধিতার ধরন ও মাত্রা নিরূপণের কাজ শুরু হয়। ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে Disability Information System শিরোনামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির

তৈরিকৃত ওয়েববেজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্যভাণ্ডারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হচ্ছে। তথ্যভাণ্ডারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্যসমূহ সন্নিবেশ শেষে তাদের উপযোগী চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট হচ্ছে www.dis.gov.bd । জরিপের আওতা বহির্ভূত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সরাসরি এ সাইটে গিয়ে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নিবন্ধিত হতে পারবেন।

এক নজরে তথ্যসংগ্রহ ও শনাক্তকরণ অগ্রগতির তথ্য

পর্যায়	জেলা	উপজেলা/ইউসিডি	ইউনিট	জরিপভুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী
পাইলট	৮	১৪	১৬৪	৫৬,২৭২	৫০,৮৫৩
দেশব্যাপী	৬৩	৫৫২	৫০৮৩	১৭,৫৪,৭০২	১৪,৩১,৮৬৩
মোট	৬৪	৫৬৬	৫২৪৭	১৮,১০,৯৭৪	১৪,৮২,৭১৬

মাননীয় মন্ত্রী

১৯৭১ সালে ২৩ বছর বয়সে তিনি স্বাধীনতার জন্য সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি যুদ্ধকালীন সিলেট বিভাগ সি. এন. সি স্পেশাল ব্যাচের কমান্ডার হিসেবে সম্মুখযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেন

সৈয়দ মহসিন আলী এমপি একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মৌলভীবাজার-৩ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালের ১২ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং একই দিন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে ছাত্রজীবনেই রাজনৈতিক অঙ্গনে পদচারণা শুরু করেন। ১৯৭১ সালে ২৩ বছর বয়সে তিনি স্বাধীনতার জন্য সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি যুদ্ধকালীন সিলেট বিভাগ সি. এন. সি স্পেশাল ব্যাচের কমান্ডার হিসেবে সম্মুখযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেন।

তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সক্রিয় সদস্য। সিলেট জেলা ও বিভাগীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হিসাবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৮ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত মৌলভীবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও তিনি সেক্টরস কমান্ডার ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সৈয়দ মহসিন আলী মৌলভীবাজার পৌরসভা চেয়ারম্যান হিসেবে তিনবার নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৯২ সালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় থেকে শ্রেষ্ঠ পৌরসভা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত মহাকুমা/জেলা রেডক্রিসেন্টের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মৌলভীবাজার চেম্বারের সভাপতি ও মৌলভীবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজসেবায় অবদানের জন্য ভারতের আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটি তাঁকে 'আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন স্মৃতি স্বর্ণপদক- ২০১৪' প্রদান করে এবং 'হ্যালো কলকাতা' নামে কলকাতাভিত্তিক একটি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান তাঁকে 'নেহেরু সাম্য সম্মাননা-২০১৪ পুরস্কারে ভূষিত করে।

সৈয়দ মহসিন আলী কলকাতা থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনে পরিবার পরিকল্পনা ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তিনি বাংলা, ইংরেজী, উর্দু ও হিন্দী ভাষায় বলা ও লেখায় পারদর্শী। তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বহু অসহায় মানুষ দেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠিত।

সৈয়দ মহসিন আলী ১৯৪৮ সালের ১২ ডিসেম্বর মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল সড়কের 'দর্জি মহল'-এ এক সমভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আশরাফ আলী এবং মাতা আছকিরুন্নেছা খানম। ব্যক্তিগত জীবনে সৈয়দ মহসিন আলী তিন কন্যা সন্তানের জনক। তিনি সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব। তাঁর সঙ্গীতপ্রীতি সর্বজনবিদিত। খেলাধুলা, বইপড়া ও শরীরচর্চা তাঁর প্রিয় শখ।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

মুক্তিযুদ্ধে তিনি ভারতের মেঘালয় শিববাড়ি উদ্বাস্তু শিবিরে ৫০,০০০ শরণার্থীর দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হিসেবে মানকিন দু'বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন

এডভোকেট প্রমোদ মানকিন এমপি ১৯৩৯ সালের ১৮ এপ্রিল নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বাকালজোড়া ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত গারো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা স্বর্গীয় মেঘা তজু এবং মা স্বর্গীয়া হৃদয় শিসিলিয়া মানকিন। তিনি আট ভাই-বোনের মধ্যে পঞ্চম। প্রমোদ মানকিন ১৯৬৩ সালে নটরডেম কলেজ থেকে ব্যাচেলর আব আর্টস (বিএ) ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বি.এড) এবং ময়মনসিংহ 'ল' কলেজ থেকে ১৯৮২ সালে এলএলবি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য।

ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনের শুরু থেকেই তিনি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর সরাসরি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। বর্তমানে তিনি হালুয়াঘাট উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। গারো এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি হিসেবে মানকিন জাতীয়ভিত্তিক সামাজিক সংস্থা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ছিলেন। তিনি এখনও প্রতিষ্ঠানটির কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। একজন স্কুল শিক্ষক হিসেবে মানকিন কর্মজীবন শুরু করেন, পরে আইন পেশা ও এনজিও কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট হন।

১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত কারিতাস বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় কাউন্সিল ও বাংলাদেশ সমবায় ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের সাবেক পরিচালক। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সোসাইটির অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট, আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সদস্য, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া মানবাধিকার কমিশনের সদস্য ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সদস্য।

প্রমোদ মানকিন হালুয়াঘাট পাবলিক লাইব্রেরির আজীবন সদস্য ও হালুয়াঘাট প্রেস ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা। তিনি ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় ও হালুয়াঘাট কারিগরী ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি।

মুক্তিযুদ্ধে তিনি ভারতের মেঘালয় শিববাড়ি উদ্বাস্তু শিবিরে ৫০,০০০ শরণার্থীর দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হিসেবে মানকিন দু'বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। তিনি ১৯৬৪ সালের ২৯ জানুয়ারি নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বিশিষ্ট গারো নেতা ও সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জোকিম আশাক্রার জ্যেষ্ঠ কন্যা মমতা আরেং-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি পাঁচ কন্যা ও এক পুত্রের জনক।

প্রমোদ মানকিন ১৯৯১, ২০০১, ২০০৮ এবং ২০১৩ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ২০০৮ সালে ময়মনসিংহ-১ আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে প্রথমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এবং ২০০৯ সালের ১৫ জুলাই থেকে ২০১২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ সাল থেকে তিনি বর্তমান সরকারের মেয়াদের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর সঙ্গে নেপালের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নেপালের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলাপরত সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সম্প্রতি নেপালের রাষ্ট্রদূত মি. হ্যারি কুমার শ্রেষ্ঠ সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ও নেপালের রাষ্ট্রদূত সম্প্রতি নেপালে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি ও ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ব্যাপারেও আলোচনা হয়।

আলোচনায় নেপালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে পাশে দাঁড়ানোর জন্য নেপাল সরকারের পক্ষ থেকে নেপালের রাষ্ট্রদূত সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন 'ভয়াবহ ভূমিকম্পে নেপালে দশ হাজারেরও বেশি স্কুল-কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেশের অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নেপালের সামাজিক উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখবে কিনা এ প্রসঙ্গে সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইলে মন্ত্রী নেপালের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যেতে চান। এ প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রদূত সমাজকল্যাণ মন্ত্রীকে নেপাল ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান। এ প্রসঙ্গে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। সেক্ষেত্রে তাঁর এই নেপাল সফর বাংলাদেশে ভূমিকম্প প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন নেপাল রাষ্ট্রদূতের থার্ড সেক্রেটারি মি. নির্মল প্রসাদ ভাটেরাই, সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির, এ এম খায়রুল আলম, মাসুদ আহমেদ, রঞ্জন দেবনাথ, আবিদা আফসারি প্রমুখ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অনলাইন মিডিয়া এসোসিয়েশনের নির্বাহী সভাপতি সৌমিত্র দেব।

প্রশাসনিক সংবাদ

সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল বাড়ছে

সমাজসেবা অধিদফতরের কাজের ক্ষেত্র ও পরিধি ব্যাপক কিন্তু সে অনুযায়ী জনবল নেই। মাঠ পর্যায়ে একজন কর্মকর্তাকে একাধিক অফিসের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে ফলে সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না।

এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সম্প্রতি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে ৫৮টি প্রথম শ্রেণির উপজেলা সমাজসেবা অফিসার পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ২৫ জন কর্মকর্তার পদকে প্রথম শ্রেণির পদে মানোন্নীত করা হয়েছে। এ ছাড়া এরই মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির সমাজসেবা অফিসার/সমমানের ১২৩টি পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে বিষয়টির ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে। চারটি সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ৭৪৮টি পদসহ জনবল অস্থায়ী রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন পাওয়া যায়। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে। এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য ৬ বিভাগে ৬ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের ১৫৮টি পদ অস্থায়ী রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে। বাড়ছে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর সংখ্যাও। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে চতুর্থ শ্রেণির ৩৩৫ জন এবং তৃতীয় শ্রেণির ১৬৭৮ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৬৬৭ জন চতুর্থ শ্রেণির পদে নিয়োজিত কর্মচারীর চাকরি নিয়মিতকরণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে শিগগিরি জনবল স্বল্পতা কাটিয়ে সমাজসেবা অধিদফতর নতুন উদ্যমে বেগবান হবে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর ল্যাপটপ বিতরণ এবং স্টাফ বাস উদ্বোধন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলী ১২ জুন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নবাগত সচিব তারিকুল ইসলামের যোগদান উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় মিলিত হন। সমাজসেবা অধিদফতরের মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির। মাননীয় মন্ত্রী এ অনুষ্ঠানে সমাজসেবা অধিদফতরাধীন সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (স্কার) প্রকল্প হতে প্রদানকৃত ২১০টি ল্যাপটপের মধ্যে ৩১টি ল্যাপটপ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের, ৮৫টি সমাজসেবা অধিদফতাধীন শিশু পরিবারের তত্ত্বাবধায়কগদের এবং অবশিষ্ট ৯১টি ল্যাপটপ সমাজসেবা অধিদফতরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করেন। এছাড়াও সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি স্টাফ বাস উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে তেজগাঁও শিশু পরিবার, মৌলভীবাজার শিশু পরিবার ও ময়মনসিংহ শিশু পরিবারের উপতত্ত্বাবধায়কদের সঙ্গে স্কাইপিতে কথা বলেন।

ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলী, সচিব তারিকুল ইসলাম এবং মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির

নেহেরু সম্মাননা এবং আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন স্বর্ণপদক পেলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেনের উত্তরসূরী দেবকন্যা সেনের কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলী মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজকল্যাণে অসামান্য অবদান রাখায় নেহেরু সম্মাননা এবং আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন স্বর্ণপদক পেয়েছেন। এতে সমাজসেবা পরিবার গর্বিত। এ উপলক্ষে গত ৯ এপ্রিল সমাজসেবা অধিদফতরের মিলনায়তনে বাংলাদেশ সমাজসেবা অফিসার্স এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ সমাজসেবা কর্মচারী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রীকে আন্তরিক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

আলোচনা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিন এমপি এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবা অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক মোহাম্মদ সাইদুর রহমান।

টঙ্গীতে ভাতা বিতরণ

গাজীপুর সিটি করপোরেশন জোন-১ এর আওতাধীন ও শহর সমাজসেবা কার্যালয় টঙ্গীর অধীন টঙ্গী আঞ্চলিক নগরভবনে সম্প্রতি প্রতিবন্ধী ভাতা, হিজড়া ভাতা, বয়স্ক ভাতা ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। সিটি করপোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র মো. আসাদুর রহমান কিরণের সভাপতিত্বে ও টঙ্গী সমাজসেবা কর্মকর্তা আ. ফ. ম আমান উল্লাহর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাজীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মো. জাহিদ আহসান রাসেল। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাজীপুর আওয়ামী লীগের সভাপতি এড. আজমত উল্লা খান। এ সময় ২০৯ জন প্রতিবন্ধীকে বাৎসরিক ৬ হাজার টাকা, ৯৫ জন বয়স্ককে ৪ হাজার ৮শ' টাকা, ৩৫ জন হিজড়াকে ৬ হাজার টাকা এবং ১৩২ জন প্রতিবন্ধীকে শিক্ষা উপবৃত্তিসহ মোট ১০ হাজার ৬৯ জনের মাঝে বিভিন্ন হারে মোট ৫ কোটি, ৫ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৬০ টাকা প্রদান করা হয়।

ভাতা প্রদান করছেন সংসদ সদস্য মো. জাহিদ আহসান রাসেল

সাফল্যগাথা

বাসনা বিবির বাসনা পূরণ

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার ফলসাটিয় গ্রামের বাসনা বিবি একজন সহায় সম্বলহীন বিধবা নারী। মাটি কাটার কাজ করে দৈনিক পঞ্চাশ টাকা করে মাসে পনেরশো টাকা আয় করতেন। এই সামান্য আয় দিয়ে ছেলেমেয়েদের মুখে ঠিকমত দু'বেলা দু'মঠো খাবার তুলে দিতে পারতেন না বাসনা বিবি। সেই সময় তিনি সমাজসেবা কর্মীর কাছ থেকে জানতে পারেন। পল্লী মাতৃকেন্দ্র থেকে দরিদ্র মহিলাদের ঋণ দেওয়া হয়, যা দিয়ে তারা নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে পারে। এ সময় সমাজসেবা কর্মী বাসনা বিবিকে মাতৃকেন্দ্রের সম্পাদিকা পদে নিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, নিজের মেধা ও পরিশ্রমের ফলে প্রায় তের বছর ধরে মার্তৃকেন্দ্রে সম্পাদিকা পদে টিকে আছি। বাসনা বিবি মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে সেলাই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এছাড়া আরও বিভিন্ন বিষয় যেমন– পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও পশু পালন ইত্যাদি বিষয়ে হাতে-কলমে শিখতে পেরেছেন। এসব বিষয় ছাড়াও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেয়েছেন, যা তার কাছে একটা বড় বিষয় বলে মনে হয়। এ সমস্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা তিনি তার পারিবারিক জীবনে কাজে লাগিয়েছেন এবং তার সমিতির সদস্যদের শিখিয়েছেন।

গরু পালন করে বাসনা বিবি এখন স্বাবলম্বী

তিনি মাতৃকেন্দ্র থেকে মোট তিনবার সুদমুক্ত ঋণ নিয়েছেন। প্রথমবার ঋণ নিয়েছেন ২০০৯ সালে। নিজের সঞ্চয়ের ২,০০০ টাকা এবং ক্ষুদ্র ঋণের ৫,০০০ টাকাসহ মোট ৭,০০০ টাকায় তিনি একটি বাছুর মোটাতাজাকরণের জন্য কেনেন। এক বছর পর তিনি তার গরু ৫০,০০০ টাকায় বিক্রয় করেন। মাতৃকেন্দ্রের ঋণ পরিশোধ করায় তিনি দ্বিতীয়বার ৫,০০০ টাকা ঋণ পান এবং পূর্বের গরু বিক্রির টাকা মিলিয়ে দুইটি গরু ক্রয় করেন। এক বছর লালন পালনের পর গরু দুইটি ৯০,০০০ টাকায় বিক্রয় করেন। তৃতীয়বার একইভাবে তিনি ৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের ৫,০০০ টাকা ও গরু বিক্রয়ের টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকাসহ মোট ৩৫,০০০ টাকা দিয়ে একটি গাভী ক্রয় করেন। বর্তমানে গাভীটি প্রতিদিন ৪/৫ লিটার দুধ দেয়। গরু বিক্রয়ের টাকা দিয়ে তার বসতভিটায় একটি চৌচালা ১৬ হাত টিনের ঘর তৈরি করেছেন। বর্তমানে তার মাসিক গড় আয় ৭,০০০ টাকা। বড় ছেলে ও বড় মেয়েকে পড়াশুনা করাতে না পারলেও ছোট ছেলেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করিয়েছেন।

বাসনা বিবি মনে করেন মাতৃকেন্দ্রের সদস্য হওয়ার পর থেকে তার পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ও পারিবারিক সুখ-শান্তি এসেছে। সমাজে এখন তার সম্মান বেড়েছে, তিনি আগে যা করতে পারতেন না এখন তা পারছেন। তার মতে, প্রতিটি নারীরই কিছু না কিছু করা উচিত যাতে তাকে কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়।

প্রকল্প

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সহায়তা দিচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হাতে ব্রেইল বই তুলে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৩০ ডিসেম্বর সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হাতে ব্রেইল বই তুলে দেন ।

দেশের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমের মানোন্নয়নে ২০১৪ সালের ২৫ জুন সমাজসেবা অধিদফতরের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকটি মো. জহিরুল ইসলাম, সমাজসেবা অফিসারের সার্বিক সমন্বয়ে এবং সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালকের উপস্থিতিতে এটুআই এর পক্ষে প্রকল্প পরিচালক ও প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) কবির বিন আনোয়ার এবং সমাজসেবা অধিদফতরের পক্ষে পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) জুলফিকার হায়দার স্বাক্ষর করেন।

এই সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে এটুআই সমাজসেবা অধিদফতরকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমের মানোন্নয়নে অধিদফতরের কর্মসূচিসমূহ আরও শক্তিশালী এবং বেগবান করার লক্ষ্যে ত্রিশ লক্ষ টাকা সহযোগিতা দেয় ।

এই টাকা সমাজসেবা অধিদফতরের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ব্যয় করা হয়। ইআরসিপিএইচ এর ব্রেইল প্রেসের বন্ধ হয়ে যাওয়া ব্রেইল প্রিন্টারটি মেরামত করে পুনরায় চালু করা হয় এবং আরও ৩টি প্রিন্টার নতুনভাবে সংযোজন করা হয়। এছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা বিভাগের ৪টি পিএইচটিসি, বরিশালের ১টি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং গাজীপুরের ইআরসিপিএইচ এ ১টিসহ মোট ৬টি প্রতিষ্ঠানে ৬টি ই-লারনিং সেন্টার চালু করা হয়।

গত ০৯ আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম এর প্রকল্প পরিচালক ও প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) কবির বিন আনোয়ার ইআরসিপিএইচ এর ব্রেইল প্রেসে সংযোজিত নতুন তিনটি ব্রেইল প্রিন্টার এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্মিত ই-লারনিং সেন্টার এর শুভ উদ্বোধন করেন। প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ব্রেইল বই এর সফট কপির সিডি সমাজসেবা অধিদফতরের পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) মো. জুলফিকার হায়দার এর হাতে তুলে দেন। এ সময় সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালকের প্রতিনিধি ও এ টুআই প্রোগ্রামের সাবেক কনসালটেন্ট এবং এ কার্যক্রমের ফোকাল পয়েন্ট সমন্বয় কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। নির্মিত ই-লারনিং সেন্টার গুলির মাধ্যমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ মাল্টিমিডিয়া টকিং বই এর ক্লাস সুবিধা পাবে।

সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুদের পাশে সিএসপিবি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর প্রটেকশন অব চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক (পিকার) প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ইউনিসেফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় জানুয়ারি ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে 'চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ' (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

২০১৪ সালের মধ্যে নির্বাচিত ২০টি জেলার নারী, শিশু ও যুবসম্প্রদায় কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা নীতিসমূহের দাবি এবং উপযুক্ত সেবাপ্রাপ্তির মাধ্যমে নির্যাতন, অবহেলা, শোষণ ও পাচার বিলোপ সাধনে সক্ষম হবে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্র এবং নির্যাতিত পরিবারের নারী, শিশু ও যুবকদের প্রতি নির্যাতন, সহিংসতা এবং শোষণের প্রকোপ কমিয়ে আনা, শিশু অধিকার সনদ ও আন্তর্জাতিক চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনী কাঠামো তৈরি এবং বিশেষ শিশুনীতি গ্রহণ ও দেশের সকল শিশু বিশেষ করে দুস্থ শিশুদের কল্যাণ সাধন, প্রকল্প এলাকায় নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন এবং শোষণ প্রতিরোধকল্পে ইতিবাচক ও সহায়ক সামাজিক আদর্শের অনুশীলন ও উন্নয়ন।

United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) চিহ্নিত ২০টি জেলা যথাক্রমে জামালপুর, নেত্রকোণা, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, বরগুনা, পটুয়াখালী এবং ভোলা। এছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগীয় শহরে পথশিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

পথশিশুদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং বরিশাল বিভাগীয় শহরে ছেলেদের জন্য একটি এবং মেয়েদের জন্য একটিসহ মোট ছয়টি Drop In Center (DIC), Emergency Night Shelter (ENS), ২০ টি Child Friendly Space (CFS) এবং Open Air School (OAS) পরিচালনা করা হচ্ছে।

ড্রপ ইন সেন্টারের শিশুরা

সহযোগী সংস্থা 'অপরাজেয় বাংলাদেশ' এর মাধ্যমে জানুয়ারি ২০১২ থেকে এ পর্যন্ত মোট ১৬,৭৩৮ জন পথশিশুকে Drop In Center (DIC) এ সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদানের পাশাপাশি ৯৩১ জন শিশুকে পরিবারে পুনঃএকত্রীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৬,৭৬৪ জন শিশুকে Emergency Night Shelter (ENS), ১৮,৪৪৯ জন শিশুকে Child Friendly Space (CFS) এবং ৫,৩১৫ জন শিশুকে Open Air School (OAS) এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, পথশিশুসহ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে তুলে এনে সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করা এবং কারিগরি শিক্ষা, বিকল্প কর্মসংস্থান কিংবা শর্তযুক্ত অর্থসহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে পুনঃএকত্রীকরণ করা।

জীপ গাড়ি পেলেন উপপরিচালকেরা

প্রতীকী চাবি প্রদান করছেন মন্ত্রী। সঙ্গে আছেন মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির এবং পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এ.কে.এম খায়রুল আলম।

২৯ জুলাই সমাজসেবা অধিদফতরের মিলনায়তনে জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের জন্য জীপ গাড়ি বিতরণ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির এবং স্বাগত বক্তব্য দেন সমাজসেবা অধিদফতরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এ. কে. এম খায়রুল আলম।

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, জেলা পর্যায়ে সকল মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিজস্ব গাড়ি থাকলেও এতদিন পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদফতরের উপপরিচালকগণের গাড়ি ছিল না। এখন তারা গাড়ি পাচ্ছেন ফলে জেলা পর্যায়ের কাজের গতিশীলতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই গাড়ি পাওয়া সম্ভব হয়েছে বলে তিনি জানান। বাংলাদেশ সমাজসেবা কর্মচারী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান, মো. ওয়ারেছ আলী অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। শুরুতেই তিনি মন্ত্রী মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, মন্ত্রী মহোদয়ের একক প্রচেষ্টায় গাড়ি পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি মন্ত্রী নিকট সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য আরও ২টি স্টাফ বাসের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান এবং সমাজসেবা অধিদফতরের মামলা সংক্রান্ত বিষয় আশু-নিষ্পত্তির আবেদন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। ঢাকা জেলার উপপরিচালক মো. মাজহারুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, সমাজসেবা অধিদফতরাধীন কর্মকর্তাদের পদোন্নতি সম্পর্কিত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয় যথেষ্ট আন্তরিক। তিনি আরও বলেন, গাড়ি দিয়ে যেমন আমাদের সম্মান বৃদ্ধি করা হয়েছে তেমনই কাজের গতিও বৃদ্ধি পাবে। এই গাড়িগুলির যথাবিহিত রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন। সভাপতির বক্তব্যে মহাপরিচালক বলেন, ৬৪টি জেলার মধ্যে ২২টি জেলায় গাড়ি ছিল। বাকি ১২টি জেলায় আজ গাড়ি দেওয়া হচ্ছে। উপকূলীয় এলাকার উপপরিচালকদের জন্য ১২টি স্পিড বোট কেনা হবে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য আরও ২টি স্টাফ বাস কেনা হবে। তিনি আরও বলেন দশ তলাবিশিষ্ট সমাজসেবা ভবনকে পনের তলাবিশিষ্ট সমাজসেবা ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা সম্ভব হবে আমাদের এই মন্ত্রী মহোদয়ের কার্যকালেই।

এরপর মাননীয় মন্ত্রী প্রতীকী চাবি উপপরিচালকদের হস্তান্তর করে বলেন, সমাজসেবা অধিদফতরের জেলা পর্যায়ে ১৪টি গাড়ি আজ বিতরণ করা হল। জেলা প্রশাসকদের বিভিন্ন সভায় যোগদান করতে গেলে উপপরিচালকদেরকে বাস, রিক্সা, টেম্পোতে যেতে হতো, এখন উনারা নিজের গাড়িতে চড়ে যাবেন। গাড়ি শুধু চড়লেই হবে না এটিকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, গাড়ির সাথে ড্রাইভার সাহেবকেও সাবধানে গাড়ি চালাতে হবে যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে। তিনি ঘোষণা দেন, আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য ২টি বাসের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন, ২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু গড় আয় ১২০০ ডলার থেকে ২০০০ ডলারে উন্নীত করে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

সরকারি শিশু পরিবার পরিদর্শন করেন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

সমাজসেবা অধিদফতরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এ, কে, এম খায়রুল আলম ৩ জুন সরকারি শিশু পরিবার, দেবিদ্বার, কুমিল্লা আকস্মিক পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি খাদ্য গুদাম, ডাইনিং, রান্না ঘর ও শিশুদের থাকার কক্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেন, শিশুদের সাথে কথা বলেন এবং তিনি প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক অবস্থা ভাল বলে মন্তব্য করেন।

তিনি শিশুদেরকে সকালে ও রাতে দু'বার দাঁত মাজার পরামর্শ দেন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত মালামালের মজুদ ও গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করেন। গুদাম ঘরে বড় বড় ট্রাংকে ক্রয়কৃত নিবাসীদের ব্যবহার্য কাপড়, চাদর, বালিশ, বালিশের কভার, মশারী ইত্যাদি এবং অন্য গুদামে লেপ, তোষক ও তৈজসপত্র ইত্যাদি ব্যবহার্য সামগ্রী সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করায় এবং ক্রয়কৃত মালামালসমূহ মানসম্মত হওয়ায় তিনি খুশি হন।

অতঃপর তিনি শিশু পরিবারের ফলজ বাগান দেখেন। বাগানে পেয়ারা গাছে অনেক পেয়ারার ফলন দেখে উপতত্ত্বাবধায়ককে ধন্যবাদ জানান এবং শিশুদেরকে সুষ্ঠু বণ্টনের মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান করেন।

সরকারি শিশু পরিবার (বালক) প্রতিষ্ঠানটি দেবিদ্বার, কুমিল্লায় ৩ একর জমির উপর ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির আসন সংখ্যা ১০০।

বর্তমানে শিশু শ্রেণি হতে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত নিবাসীদেরকে শিশু পরিবারের অভ্যন্তরীণ বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। তদূর্ধ্ব শ্রেণিতে অধ্যয়নরত নিবাসীদেরকে স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়।

শিশু পরিবারের শিশুদের সঙ্গে সমাজসেবা অধিদফতরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এ. কে. এম খায়রুল আলম

পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাসহ সংগীত ও নাচের শিক্ষক দ্বারা নিবাসীদেরকে গান ও নাচ ইত্যাদি সাংস্কৃতিক শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত চাকুরির মাধ্যমে ১৪ জন, সাধারণ শিক্ষায় ১৫৩ জন, কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৫২ জন এবং সামাজিকভাবে ১৪৭ জন নিবাসীকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

মূল্য ১৫ টাকা

৮ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম : প্রধানমন্ত্রী

২ এপ্রিল অষ্টম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ও জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম যৌথভাবে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৮ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এমপি। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল আলোচনা সভা ও প্রধান অতিথির কর্তৃক নীল বাতি প্রজ্বলন, ভাষণ ও দিবসের শুভ উদ্বোধন এবং দ্বিতীয় পর্বে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে অটিজম বিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন চেয়ারপারসন, অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি, বাংলাদেশ-এর ধারণকৃত বিশেষ বক্তব্য প্রদান করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড.মোজাম্মেল হোসেন এমপি এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিন অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২০০৮ সালে জাতিসংঘ প্রথম বারের মত ২ এপ্রিলকে বিশ্ব অটিজম দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এরই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে অষ্টম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'অটিজম সচেতনতা থেকে সক্রিয়তা, একীভূত সমাজ গঠনে শুভ যাত্রা'। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'সমসুযোগ নিশ্চিত করতে পারলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে'। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন অটিস্টিক শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করা দরকার। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তারা বলেন, অটিজম সনাক্তকরণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে আমাদের এই সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে। বর্তমান সরকারের দূরদর্শী শিশুবান্ধব নীতি এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারকগণের আনুকূল্যে বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে অটিজম বিষয়ক কার্যক্রমে নেতৃত্বের স্থান লাভ করেছে।

মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

সমাজসেবা অধিদফতর সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দফতর যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। 'প্রতিবন্ধী জরিপে অংশ নিন, দিন বদলের সুযোগ দিন' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে সায়মা ওয়াজেদ

অপরদিকে অটিজম বিষয়ক জাতীয় অ্যাডভাইজরি কমিটির চেয়ারপারসন, মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ও প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা হোসেন বলেন, অটিজম বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি, জাতীয় পরামর্শক কমিটি এবং কারিগরি নির্দেশক কমিটির মাধ্যমে সমন্বিতভাবে অটিজম সচেতনতা, দ্রুত চিহ্নিতকরণ, সেবা ও পুনর্বাসন করা হচ্ছে। এজন্য ১৩টি মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করছে।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

এর আগে প্যানেল আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি উন্নয়নশীল বিশ্বে অটিজমের চ্যালেঞ্জ ও বাংলাদেশে গৃহীত নানান পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ ও কাতার স্থায়ী মিশন এবং অটিজম গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'অটিজম স্পিকস'র যৌথ উদ্যোগে জাতিসংঘে আয়োজিত আলোচনা সভায় 'বিশ্ব অটিজম সম্প্রদায়ের জন্য বিজ্ঞান, সহযোগিতা ও উত্তর' শীর্ষক মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে বক্তব্য দেন সায়মা হোসেন। তিনি তার বক্তব্যে অটিজম মোকাবেলায় বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন।

সম্পাদক : গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির, মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর। নির্বাহী সম্পাদক : নাজমা খাতুন, গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, সমাজসেবা অধিদফতর।
সমাজসেবা ভবন, ই ৮/বি১ আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ফোন : +৮৮ ০২ ৯১৩১৯৬৬ ফ্যাক্স : ৯১৩৮৩৭৫। www.dss.gov.bd

মুদ্রণে : মুক্তচিন্তা, ৭৪ কনকর্ড এম্পোরিয়াম, ২৫৩-৫৪ কাঁটাবন, ঢাকা।